কপোতাক্ষ নদ

লেকচার শীট

কবির নিকট কপোতাক্ষ নদের জল মাতৃদুগ্ধের মতো। তাই পৃথিবীর অন্য কোনো নদীর জলের কবির তৃষ্ণা মিটে না।

পৃথিবীর আর কোনো নদীর জলে কবির স্নেহতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কারণ ঐ সব নদ-নদী তাঁর মাতৃভূমির নদ-নদীর মতো নয়। মাতৃভূমির প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসার কারণেই কপোতাক্ষ নদের জল তাঁর কাছে মাতৃদুগ্ধতুল্য। শিশুকালে মায়ের মতোই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কপোতাড়্গ নদের সাথে। তাই এ নদের জলধারা তাঁর স্নেহতৃষ্ণা মিটাতে সক্ষম। ফলে পৃথিবীর অন্য কোনো নদ-নদীর জলে কবির তৃষ্ণা মিটে না।

দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা থাকা সকলের উচিত্। যেমনটা প্রকাশ পেয়েছে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে এবং রুমীর মধ্যে। কবি কপোতাড়্গ নদকে ঘিরে যে ভাবে স্মৃতি বিজড়িত হয়েছেন তার অন্তরালে প্রকাশ পেয়েছেন দুর্বার দেশপ্রেম। দেশের প্রতি ভালোবাসা ছিল বলেই কবি শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত নদকে হৃদয়ে লালন-পালন করেছেন। অপরদিকে রুমী নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের হছে কাজ করেছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বড় লেখক হওয়ার আশায় বিদেশে পাড়ি জমান। কিন্তু পরবর্তীতে এ কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। সে জন্য তিনি তাঁর স্মৃতি-বিজড়িত নদকে নিয়ে কবিতা রচনা করেন। মাতৃভূমির কাছে ক্ষমা চান। প্রবাসে বসে তিনি দেশকে অনুভব করেছেন। তাইতো তাঁর কবিতায় দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছেন।

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবি প্রবাসে বসে আত্মগস্নানিতে ভুগেছেন। তাইতো প্রিয় মাতৃভূমিকে ভালোবেসে প্রিয় নদকে স্মরণ করে দেশপ্রেমের পরিচয় ঘটিয়েছেন। এ গ্লানি রুমীর মধ্যে অনুপস্থিত। কারণ সে বিদেশে যাওয়ার আগেই দেশপ্রেমে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।